দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2 9 APR 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

26

স্কুল-কলেজে শিক্ষক সংকট লেখাপড়া ব্যাহত

বিভিন্ন এলাকার সরকারী-বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল, সরকারী হাইস্কুল, কলেজ ও পিটি আই শিক্ষা কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা দান ব্যাহত হইতেছে। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের পদও বহুদিন যাবৎ শূন্য রহিয়াছে। খবর সংবাদদাতাদের।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া : ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, নবীনগর, নাসিরনগর, বাঞ্ছারামপুর, কসবা, সরাইল ও আশুগঞ্জ থানায় ১৬২ জন সহকারী শিক্ষক ও ২৭ জন প্রধান শিক্ষকসহ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মোট ১৮৯ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। এদিকে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলির শিক্ষা বহুদিন যাবৎ ব্যাহত হইতেছে। এদিকে একজন থানা শিক্ষা অফিসারসহ ৬ জন সহকারী শিক্ষা অফিসারের পদ শূন্য থাকায়

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

স্কুল-কলেজে

(৩য় পৃঃ পর)

প্রশাসনিক কাজকর্মও ব্যাহত হইতেছে।

বাগেরহাট : এই শহরের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রায় ৪ বৎসর শূন্য। একজন সিনিয়র সহকারী শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করিতেছেন।

ইহাছাড়া বাগেরহাট পি,টি, আই, সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট এবং ৩ জন ইনস্ট্রাক্টর পদও দীর্ঘদিন যাবৎ শূন্য রহিয়াছে।

লালমনিরহাট : স্থানীয় সরকারী কলেজের বিভিন্ন বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। ইংরেজী বিভাগে মাত্র একজন শিক্ষক কোন মতে কাজ চালাইতেছেন। অন্যান্য বিভাগের অবস্থাও অথৈ-বচ। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়া সুফল পাইতেছে না।

নবাবগঞ্জ : দোহার ও নবাবগঞ্জ থানার কোন কোন সরকারী প্রাথমিক স্কুলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক রহিয়াছেন। আবার কোন স্কুলে শিক্ষকের একাধিক পদ শূন্য। কয়েকটি স্কুলে দীর্ঘদিন যাবৎ ৮ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। তাহারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করেন না বলিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা জানান। নবাবগঞ্জ থানায় সরকারী স্কুলের ৩৯টি শিক্ষকের পদে এবং দোহার থানার বেশ কয়েকটি শূন্য পদে শিক্ষক দেওয়া হইতেছে না। এদিকে দুই থানার বেসরকারী রেজিষ্টার্ডপ্রাপ্ত প্রাইমারী স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে শিশুরা উপযুক্ত শিক্ষা পাইতেছে না।